أصول العقيدة ـ بنغالي

আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

58 هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ ـ فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

جمعية الدعوة بالزلفي

আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

أصول العقيدة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أصول العقيدة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)
أصول العقيدة – بنغالي
٣٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : X-٥٥-٨١٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-العقيدة الإسلامية ٢- التوحيد
٣- الإيمان (الإسلام) أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٠/٠٩١٠

رقم الإيداع : ١٤٢٠/٠٩١٠
ردمك : X-٥٥-٨١٣-٩٩٦٠

أصول العقيدة
আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ

মহান আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীতে এবং তাঁর জন্য ওয়াজিব ইবাদত সমূহে তাঁকে একক জানা ও মানার নাম তাওহীদ. আর এটাই হলো আল্লাহর মহান নির্দেশ. তিনি বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾

অর্থাৎ, "বলুন, তিনি আল্লাহ এক." (ইখলাসঃ ১) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি". (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوْابِهِ شَيْئاً ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করো না". (সূরা নিসাঃ৩৬)

তাওহীদ তিন প্রকার, যথা

১. তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

২. তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

৩. তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত.

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকের একত্ববাদ হলো, আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ও পরিচালক বলে

বিশ্বাস করা. তিনিই আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক. আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ فاطر ٣

অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে?". (সূরা ফাতিরঃ ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ الملك١

অর্থাৎ, "অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব. তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান". (সূরা মুল্‌কঃ ১) আর মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব সমগ্র সৃষ্টলোককে পরিব্যাপ্ত. তিনি যেভাবে চান পরিচালনা করেন. অনুরূপ আল্লাহ পাকই একমাত্র পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক. তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালিত করে থাকেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿ أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤].

অর্থাৎ, "শুনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান করা. তিনি বরকতময়, সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক".(আরাফঃ৫৪) আর তাঁর এই তত্ত্বাবধায়কত্ব অত্যন্ত ব্যাপক. পৃথিবীর কোন জিনিস এর আওতা বহির্ভূত নয়. খুব কম সংখ্যক মানুষই এই তাওহীদকে অস্বীকার করেছে. আবার এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾. [النمل:١٤].

অর্থাৎ, "তারা অন্যায় ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো; অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলো". (সূরা নাম্‌লঃ ১৪) তবে কেবল এই তাওহীদের স্বীকৃতি স্বীকৃতিদাতার কোন উপকারে আসবে না. যেমন মুশরিকদের স্বীকৃতি তাদের কোন উপকারে আসে নি. আল্লাহ তাআ'লা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾. [العنكبوت:٦١].

অর্থাৎ, "যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেনে, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'. তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে." (সূরা আনকাবুতঃ ৬১)

দ্বিতীয়তঃ, তাওহীদে উলুহিয়্যা/ উপাসত্বের একত্ববাদ হলো,

সকল প্রকারের ইবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা. অর্থাৎ,মানুষ আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তার ইবাদত করবে না, চেষ্টা করবে না তার নৈকট্য লাভের. তাওহীদের প্রকারসমূহের মধ্যে এই প্রকারটা হলো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব মহাত্ম্যপূর্ণ. আর এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত

করার জন্য সৃষ্টি করেছি”. (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) আর এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

الأنبياء٢٥

অর্থাৎ, “আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁকে এই অহীই দিয়েছিযে, আমি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর”. (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫) আর এই তাওহীদকেই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদেরকে রাসূলগণ এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. [الأعراف:٧٠].

অর্থাৎ, “তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লারই ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে, তাদেরকে পরিহার করি”? (সূরা আ’রাফঃ৭০) কাজেই ইবাদতের প্রকারসমূহের কোন কিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার জন্য করা যাবে না. তাতে সে সত্তা প্রেরিত কোন নবী হোক কিংবা (আল্লাহর) কোন নিকটতম ফেরেশতা অথবা কোন ওয়ালী বা যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন. কারণ ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়.

তৃতীয়তঃ তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হলো,

আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেওয়া. আর এগুলো ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা, যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর গৌরবের সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়. এর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় অথবা সাদৃশ্য পেশ না ক'রে প্রকৃতার্থে তা সুসাব্যস্ত করা. ('তাহরীফ' হলো, দলীল ছাড়াই আল্লাহর গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করা. 'তা'ত্বীল' হলো, আল্লাহর অত্যাবশ্যকীয় নামসমূহ ও গুণাবলীর অথবা তার কোন কিছুর অস্বীকার করা. 'তাকয়ীফ' হলো, আন্তরিক অথবা মৌখিকভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ধরণ-গঠন বর্ণনা করা. যেমন বলা যে, আল্লাহর হাত এ রকম ও রকম. 'তামষীল' হলো, সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে আল্লাহর গুণাবলীর তুলনা করা অথবা এই বিশ্বার করা যে, আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর মত.)আর আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যা অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা. আর যার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি কোন কিছুই সাব্যস্ত নয়, সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা. তার স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না, আবার অস্বীকার করাও যাবে না.

আল্লাহর সুন্দর নামের কিছু দৃষ্টান্তঃ

আল্লাহ নিজেকে (الحي القيوم) তথা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বলে আখ্যায়িত করেছেন. সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, (القيوم) তথা চিরঞ্জীব আল্লাহর একটি নাম বিশেষ. আর এই নাম আল্লাহর যে গুণটি প্রকাশ করছে, তার প্রতিও ঈমান রাখতে হবে. আর সে গুণ

হচ্ছে, পরিপূর্ণ জীবন, যার নেই আদি ও অন্ত. অনুরূপ আল্লাহ নিজেকে (سميع) বলে আখ্যায়িত করেছেন. সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, (سميع) আল্লাহর একটি নাম বিশেষ. এর অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রোতা. আর 'শোনা' আল্লাহর একটি গুণ-এর প্রতিও আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে.

আল্লাহর গুণের আরো উদাহরণ হলো,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾. [المائدة:٦٤].

অর্থাৎ, "ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হস্তদ্বয় বাঁধা রয়েছে. বাঁধা হয়েছে তাদেরই হাত এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে. আল্লাহর হস্তদ্বয় তো উদার উন্মুক্ত, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় করেন". (সূরা মায়েদাঃ ৬৪) এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক নিজের দ'টি উন্মুক্ত ও উদার হস্তের কথা বর্ণনা করেছেন. তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দ'টি হস্ত আছে, যা দান ও অনুগ্রহের জন্য প্রসারিত, উন্মুক্ত ও উদার. কিন্তু আল্লাহর পবিত্র হস্তদ্বয়ের ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে অন্তরে কোন কল্পনা না করা, মুখেও তা প্রকাশ বা ব্যক্ত না করা, অনুরূপ সৃষ্টির হাতের সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য বা তুলনা না করা আমাদের উপর ওয়াজিব. কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. [الشُّورى:١١].

অর্থাৎ, "বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়. তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন". (সূরা শুরাঃ ১১)

এই তাওহীদের সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন বা তাঁর রাসূল যে সব নাম ও গুণাবলীর করেছেন, কোন ধরনের বিকৃতি, সাদৃশ্য, ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে, বা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন না করে প্রকৃতার্থে তা মেনে নেওয়া.

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর অর্থঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ. ইসলাম ধর্মে এর রয়েছে বড় মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য. এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বুনিয়াদসমূহের সর্ব প্রথম বুনিয়াদ এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা. সমূহ সৎকার্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়া না হওয়া এ কালেমার মৌখিক স্বীকার, এর অর্থ জানা এবং তদনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভর করে. এ বাক্যটির সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ যার দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তা হলো, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই". এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা আল্লাহ ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সক্ষম কেউ নেই বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান নেই. কেননা, এই কালেমার এই ব্যাখা করলে তা তাওহীদে রুবিয়্যার ব্যাখা হয়ে যায় এবং তাওহীদে উলূহিয়্যা যা এই কালেমার প্রকৃত ব্যাখ্যা তা চাপা পড়ে যায়.

এ বাক্যটির দু'টি অংশ রয়েছে, যথা,

১. 'লা-ইলাহা' এটি নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিমূলক অংশ. এতে প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে.

২. 'ইল্লাল্লাহ' এটি ইতিবাচক অংশ. যাতে শুধুমাত্র এক ও এককভাবে আল্লাহর জন্যই মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ততাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা

হয়েছে. যার নেই কোন শরীক ও অংশীদার. অতএব আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা যাবে না. কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পাদন করা বৈধ হবে না. যে ব্যক্তি এ কালেমার অর্থ অনুধাবন করে এবং তার অত্যাবশ্যকীয় বিধানগুলো সর্ব প্রকার শির্ক থেকে বিরত থেকে, একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলে, মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, সাথে সাথে কালেমায় নিহিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রেখে তদনুযায়ী আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলিম. আর যে অবিচল কোন বিশ্বাস না রেখে তার উপর আমল করার ভান দেখায়, সে মুনাফিক ও কপট. আর যে কালেমার পরিপন্থী (যথা শির্ক) কাজ করে, সে মুশরিক ও কাফের, যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে.

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-র মাহাত্ম্য

এ কালেমার অনেক উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল রয়েছে. নিম্নে তার কিঞ্চিৎ পেশ করা হলো.

১. তাওহীদবাদী জাহান্নামীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে দেবে নাঃ

হাদীসে এসেছে. রাসূল ﷺ বলেছেন,

((يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ)) متفق عليه ١٩٣،٤٤

অর্থাৎ, "সে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে (এবং জান্নাতে দেওয়া হবে) যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং তার অন্তরে যব পিরমাণ কল্যাণ আছে. আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে

এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ ঈমান আছে, আর সে ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ আছে”. (বুখারী৪৪-মুসলিম১৯৩)

২. এ কালেমাটির জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ
আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. [الذاريات:٥٦].

অর্থাৎ, “আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে.” (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

৩. এ কালেমাটির প্রচারের জন্যই যুগে যুগে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব. আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾.

[الأنبياء:٢٥].

অর্থাৎ, “আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ অহী দান করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর”. (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)

৪. এ কালেমাটি সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিল. তাঁরা সকলেই এর দিকে আহ্বান ক’রে স্বীয় জাতিকে বলতেন,

﴿ ...يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾. [الأعراف:٥٩].

অর্থাৎ, “হে আমার জাতির লোক! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা’বুদ নেই” (সূরা আ’রাফঃ ৭৩)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র শর্তাবলীঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র সাতটি শর্ত রয়েছে.এই শর্তগুলো বিদ্যমান না হলে এবং বান্দা তার কোন কিছুর বিরোধিতা না ক'রে সবগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরলে তা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' সঠিক হবে না. শর্তগুলো হলো,

১. ইলম, (জ্ঞান) কালেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ এবং তার প্রতি কর্তব্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক. বান্দা যখন মহান প্রভুকে এক ও একক মা'বুদ বলে জানবে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সত্তার ইবাদত করাকে ভ্রান্তি বলে বিশ্বাস করবে, সেই প্রকৃতার্থে কালেমার মর্ম ও তাৎপর্যের খাঁটি জ্ঞানী বলে গণ্য হবে. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ محمد:١٩

অর্থাৎ, "হে নবী! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই". (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯) আর উসমান (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ)) مسلم ٢٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই-এর জ্ঞান রেখেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে". (মুসলিম ২৬)

২. দৃঢ় বিশ্বাসঃ এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে থাকবে অন্তরের প্রশান্তি. জ্বিন ও মানব শয়তানের বপন করা কোন প্রকারের সন্দেহের বীজ সেখানে থাকবে না. বরং তার নির্দেশিত অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পড়তে হবে. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾. [الحجرات:١٥].

অর্থাৎ, "প্রকৃত পক্ষে মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে. অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে না". (সূরা হুজুরাতঃ ১৫) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا، إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ)) مسلم ٢٧

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল. যে কোন বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে". (মুসলিম ২৭)

৩. গ্রহণঃ এ কালেমার প্রত্যেকটি দাবীকে মুখে ও অন্তরে সাদরে গ্রহণ করতে হবে. অতএব অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাবলী যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তা বিশ্বাস করতে হবে. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে. কোন কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة:٢٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর প্রপিালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে. আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে. সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না. আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি. হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে". (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৫)

শরীয়তের কোন বিধান বা তার নির্ধারিত শাস্তি ও দন্ডবিধির উপর আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের সমস্ত দাবীকে গ্রহণ না করারই শামিল. যেমন কেউ কেউ চুরি ও ব্যভিচারের দন্ড-বিধি, বহুবিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার বিধি-বিধান প্রভৃতির উপর চরম ধৃষ্টতার সাথে তথাকথিত অসার অভিযোগ খাড়া করে থাকে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ الأحزاب:٣٦

অর্থাৎ, "কোন মু'মিন পুরুষ ও কোন মু'মিনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, তখন নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে". (সূরা আহযাবঃ ৩৬)

৪. **আনুগত্যঃ** এর অর্থ, মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা. অর্থাৎ, কালেমা যে সমস্ত বিষয়কে নির্দেশ করে, তা মেনে চলা. আনুগত্য ও গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রহণ হলো কালেমার ব্যাপক অর্থের বিশুদ্ধতার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া. আর আনুগত্য হলো, কর্মের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা . তাই যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র অর্থ বুঝলো, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তা গ্রহণও করলো, কিন্তু সে আনুগত্য করলো না এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না, এমতাবস্থায় সে আনুগত্যের যে শর্ত, তার বাস্তব রূপ দিলো না. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الزُّمر:٥٤

অর্থাৎ, "ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর". (সূরা যুমারঃ ৫৪) আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾ النساء٦٥

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতেই মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে. অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, তারা নিজেদের মনে তৎসম্পর্কে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে". (সূরা নিসাঃ ৬৫)

৫. **সত্যনিষ্ঠতাঃ** সে নিজের ঈমান ও মৌখিক ধর্মবিশ্বাসে সত্যবাদী হবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ {التوبة:١١٩}

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও'. (সূরা তাওবাঃ ১১৯) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ صَادِقاً بِهَا دَخَلَ الجَنَّةَ)) مسلم ٢٤٠٣

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যনিষ্ঠতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'বললো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে". (মুসলিম ২৪০৩) কেউ যদি এ কালেমাটির মৌখিক স্বীকৃতি দেয় আর অন্তরে তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে, তাহলে তার মৌখিক স্বীকৃতি তাকে মুক্তি দিতে পারবে না. বরং সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে. অনুরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আনীত বিষয়কে বা তার কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও সত্যনিষ্ঠতার পরিপন্থী বস্তু.কেননা, মহান আল্লাহ নিজের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর সত্যায়ন করাকে সংযুক্ত করেছেন. যেমন, তিনি বলেন,

﴿ قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ﴾النور ٥٤

অর্থাৎ, "বলো, আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণকারী হও". (সূরা নুরঃ ৫৪)

৬. ইখলাসঃ বান্দা নিয়ত তথা সংকল্পকে শির্কের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখে স্বীয় আমলকে স্বচ্ছ রাখবে. সুতরাং তার সমস্ত কাজ ও কথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে হবে. তাতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য বা খ্যাতি অর্জনের অভিলাষ অথবা কোন লাভের

আকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করার সাধ অথবা প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোন প্রবৃত্তির সিদ্ধি, আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি, মাযহাব বা দলের অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আমল করার প্রবণতা থাকতে পারে না.বরঞ্চ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হতে হবে. কোন মানুষের বিনিময় প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلاَ لله الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾ الزمر ٣

অর্থাৎ, "সাবধান! বিশুদ্ধ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই হক". (সূরা যুমারঃ৩) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾البينة ٥

অর্থাৎ, "আর তাদেরকে এটা ব্যতীত কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালিস করবে". (সূরা বায়্যেনাঃ ৫) বুখারী (৪২৫) ও মুসলিম (৩৩) শরীফে ইতবান (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হাদীসে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ الله)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেন".

৭. ভালবাসাঃ এ মহান কালেমা ও তার নির্দেশ ও দাবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকতে হবে. ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে এবং এ ভালবাসাকে পৃথিবীর সকল ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিবে. ভালবাসার শর্তসমূহ ও করণীয় বিষয়গুলো পালন করবে. তাই আল্লাহকে ভক্তি,

শ্রদ্ধা, ভীতি ও আশা সহকারে ভালবাসবে. স্থান, সময়-কাল, ব্যক্তিবর্গ এবং কথা ও কর্মের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন, তা তাকেও ভালবাসতে হবে. যেমন মক্কা, মদীনা ও সমূহ মসজিদ. সময় ও কালের মধ্যে যেমন, রমযান ও জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন. ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেমন, আম্বিয়া ও রাসূলগণ, ফেরেশতা, শহীদ ও সৎলোকগণ. কাজ-কর্মের মধ্যে যেমন, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ. কথার মধ্যে যেমন, যিক্র, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি. এটাও ভালবাসার পরিচয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বস্তুগুলোকে স্বীয় প্রিয় বস্তু ও ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে. আল্লাহ তাআ'লা যা অপছন্দ করেন, সেও তা অপছন্দ করবে. কাজেই কুফ্রী, পাপাচার ও অবাধ্যতা ইত্যাদিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ﴾ المائدة ٥٤

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়, যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কার-কারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না". (সূরা মায়েদাঃ ৫৪)

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'র অর্থ

এ বাক্যটির অর্থ হলো, মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সকল মানবকুলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল. আর এ স্বীকৃতির দাবী হলো, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা. (অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) তাঁর দেওয়া সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা. তিনি যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা. আর আল্লাহর ইবাদত তাঁরই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা.

এ বাক্যটির দুটো অংশ রয়েছে. যথা,

১. মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা.

২. মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল. আর এই অংশ দু'টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অস্বীকৃতি ঘোষণা করে. তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল. আর এই উভয় মহৎ গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব. এখানে (আব্দ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ বান্দা. অর্থাৎ, তিনি মানুষ. অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট. মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾الكهف ١١٠

অর্থাৎ, "হে নবী বলে দাও, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ". (সূরা কাহাফঃ ১১০) তিনি আরো বলেন,

﴿ اَلحَمْدُ لله الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ﴾ الكهف١

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নাই". (সূরা কাহাফঃ ১) আর 'রাসূল'-এর অর্থ হলো, তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী, সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন. এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে খন্ডন করে. অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তারা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা'বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে. তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে. অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন. আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রাপ্ত অধিকার তাঁকে না দিয়ে অন্যান্য মানুষের উক্তিসমূকে তাঁর উক্তিসমূহের উপর প্রাধ্যান্য দেয়. তাঁর সুন্নত থেকে দূরে থাকে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আনীত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে.

ঈমানের রূকনসমূহ

ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম, যা পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ ও পাপাচারের দ্বারা হ্রাস পায়. অর্থাৎ, তা হলো, অন্তর ও জবানের উক্তি এবং অন্তর, জবান ও শরীরের কাজ. অন্তরের স্বীকৃতি হলো, তা বিশ্বাস করা এবং তার সত্যায়ন করা. আর জবানের উক্তি হলো, তা স্বীকার করা. আর অন্তরের কাজ হলো, নিষ্ঠার সাথে তা তা মেনে নেওয়া, তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য তা গ্রহণ করা. আর শরীরের কাজ হলো, আদেশসমূহ

পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা. কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের রয়েছে কয়েকটি মূল ভিত্তি. আর তা হলো, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূল, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. [البقرة:٢٨٥]

অর্থাৎ, "রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে. আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে. সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না. আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি. হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে". (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৫) সহীহ মুসলিমে আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জিব্রাইল (আঃ) নবী করীম ﷺকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

((الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

অর্থাৎ, "আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর (নাযিল করা) গ্রন্থসমূহের উপর, তাঁর রাসূলের, আখেরাতের এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবেন." (মুসলিম ৮) এ ছয়টি বিষয়ই হলো, সেই সঠিক আক্বীদার মৌলিক বিষয় বস্তু, যা নিয়ে নাযিল হলো আল্লাহর মহান গ্রন্থ এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম). আর এগুলোই হচ্ছে ঈমানের রুকন্-সমূহ.

প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো, আল্লাহর উলূহিয়্যাত/ উপাস্যত্বের, রুবূবিয়্যাত/ প্রতিপালকত্বের এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদকে বিশ্বাস করা. আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো,

১. এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই সত্যিকার উপাস্য, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য. তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই. কারণ, তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তাদের রিজিক দাতা এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত. তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিফল দানে এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানে সক্ষম. আর এই ইবাদতের প্রকৃত দাবী হলো, যাবতীয় প্রকারের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনতি সহকারে, সাওয়াবের আশায়, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা সহকারে ও তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের সামনে মস্তক অবনত ক'রে নিবেদিত করা. কুরআনের অধিকাংশ আয়াত এ মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ أَلاَ لله الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾الزمر٣

অর্থাৎ, "দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে আল্লাহর ইবাদত করো. সাবধান! খালেস আনুগত্য তো কেবল মাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য". (সূরা যুমারঃ ২-৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ الإسراء٢٣

অর্থাৎ, "তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে". (সূরা ইসরাঃ ২৩) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَادْعُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴾ غافر١٤

অর্থাৎ, "আল্লাহকেই ডাকো, নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খাঁটিভাবে নির্দিষ্ট করে. তোমাদের এই কাজ কাফেদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন". (সূরা মু'মিনঃ ১৪) ইবাদতের প্রকার অনেক. তন্মধ্যে হলো, দুআ করা, নিরাপত্তার জন্য ভয় করা, কামনা করা, ভরসা করা, আশা করা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় করা, বিনত হওয়া, ভয় করা, অভিমুখী হওয়া, সাহায্য কামনা করা, আশ্রয় চাওয়া, ফরিয়াদ করা এবং জবাই করা ও মানত করা ইত্যাদি অনেক প্রকারের ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বৈধ নয়. অন্য কারো জন্য তা সম্পাদন করলে, শির্ক ও কুফ্‌রী হবে.

দুআর প্রমাণ মহান আল্লাহ বাণী,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾غافر:٦٠

অর্থাৎ, "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো. যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে." (সূরা গাফেরঃ ৬০) আর হাদীসে নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেছেন,

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) رواه الترمذي ٢٩٦٩

অর্থাৎ, "দুআই হলো ইবাদত." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৯৬৯)

নিরাপত্তার জন্য ভয় করার দলীল, (অর্থাৎ, ভয় কেবল আল্লাহকেই করতে হবে তার দলীল,) আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. [آل عمران:١٧٥].

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না. আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করো." (আলে-ইমরানঃ ১৭৫)

কামনার প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী,

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾. [الكهف:١١٠].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে." (সূরা কাহাফঃ ১১০)

ভরসার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:٢٣].

অর্থাৎ, "আর আল্লাহর উপরই ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও." (সূরা মায়েদাঃ ২৩) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. [الطَّلاق:٣].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনি যথেষ্ট." (সূরা তালাক্বঃ ৩)

আশা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং বিনয় হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾. [الأنبياء:٩٠].

অর্থাৎ, "তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়তো এবং তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো ও তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত." (সূরা আম্বিয়াঃ ৯০)

ভয় করার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾. [البقرة:١٥٠].

অর্থাৎ, "কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না. আমাকেই ভয় করো." (বাক্বারাঃ ১৫০)

অভিমুখী হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ الزُّمر:٥٤.

অর্থাৎ, "তোমারা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও." (সূরা যুমারঃ ৫৪)

আর সাহায্য প্রার্থনা করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. [الفاتحة:٥].

অর্থাৎ, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি." (সূরা ফাতিহাঃ ৫) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله)) رواه الترمذي ٢٥١٦

অর্থাৎ, "যখন সাহায্য কামনা করবে, তখন তা আল্লাহর কাছেই করবে." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৫১৬)

আশ্রয় প্রার্থনা করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ﴾ الناس:١

অর্থাৎ, "বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার." (সূরা নাস৪ঃ ১)

ফরিয়াদ করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾. [الأنفال:٩].

অর্থাৎ, "তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর করেছিলেন." (সূরা আনফালঃ ৯)

জবাই করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾. [الأنعام:١٦٣].

অর্থাৎ, "আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে. তাঁর কোন শরীক নেই. আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল." (সূরা আনআমঃ ১৬৩) আর হাদীসে এর প্রমাণ হলো, রাসূল ﷺ-এর উক্তি,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله)) رواه مسلم ١٩٧٨

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন যে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে." (মুসলিম ১৯৭৮)

মানত করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾. [الإنسان:٧].

অর্থাৎ, "তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী." (সূরা দাহারঃ ৭) (উল্লিখিত জিনিসগুলো সবই আল্লাহর ইবাদত) এ ছাড়া অনেক অভ্যাসগত জিনিস রয়েছে, সেগুলোও যদি আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অনুসরণের নিয়তে করা হয় যেমন, ঘুমানো, পানাহার করা, উপার্জন করা এবং বিবাহ করা ইত্যাদি, তবে এই অভ্যাসগুলো সৎ নিয়তের গুণে ইবাদতে পরিণত হয় এবং মুসলিম তার নেকী পায়.

২. আল্লাহর উপর ঈমানের আরেকটি দিক হলো, ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তিসহ ঐ সব বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছেন. আর পাঁচটি

ভিত্তি হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্যবানদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা. এ ছাড়া অন্যান্য ফরয কার্যাদি, যা পবিত্র শরীয়ত বিধিবদ্ধ করেছে.

৩. এ বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, নিজের জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন. তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক. সকলের প্রতিপালক. তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই. তিনি বান্দাদের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত, সেদিকে আহ্বান জানাতে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন. এ সব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই. যেমন তিনি বলেন,

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾ الزمر ٦٢

অর্থাৎ, "আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব বিষয়ের কর্ম বিধায়ক". (সূরা যুমারঃ ৬২)

৪. আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে এটাও শামিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলী ও সুন্দর নামের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই ভাবেই বিশ্বাস করা. এতে কোন রূপ বিকৃতি অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠণ ও সাদৃশ্য আরোপের চেষ্টা না করে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা. আর নামগুলোর মধ্যে যে মহান অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে তার উপরও ঈমান আনা. কেননা, এগুলো গৌরবময় আল্লাহর এমন গুণ বিশেষ যা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করা অত্যাবশ্যক. যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ الشورى ١١

অর্থাৎ, "কোনকিছুই তাঁর সদৃশ নেই. তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা". (সূরা শূরাঃ ১১)

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা

ফেরেশতাদের প্রতি সমষ্টিগত ও বিশদভাবে ঈমান আনতে হবে. সমষ্টিগত বলতে আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা বিপুল সংখ্যক ফেরেশতাকে তাঁর আনুগত্যের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন. তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের. কিছু ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করেন. কিছু জান্নাত ও দোযখের রক্ষক. একদল মানুষের আমল-নামা সংরক্ষণ করেন. আর বিশদভাবে বলতে, আমাদেরকে ঐ সব ফেরেশতাদের প্রতি বিশদ ঈমান আনতে হবে, যাঁদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উল্লেখ করেছেন. যেমন জিবরাইল, মিকাইল, মালিক (জাহান্নামের দারওয়ান) এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিল. আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন. যেমন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((خُلِقَتْ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) رواه مسلم ٢٩٩٦

অর্থাৎ, "ফেশেতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনরা আগুনশিখা দ্বারা সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ (কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন". (মুসলিম ২৯৯৬)

তৃতীয়তঃ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা

সমষ্টিগতভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআ'লা সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি আহ্বানের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন. আর যে সমস্ত কিতাবের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তার প্রতি আমাদেরকে বিশদভাবে ঈমান আনতে হবে. যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন. এ গুলোর মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী. সমগ্র উম্মতকে এখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সুন্নাত সহ এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে. কেননা, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সমস্ত মানুষ ও জ্বিনদের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন. আর তাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন. যাতে করে তিনি এরই দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন. আর এই কুরআনকে মহান আল্লাহ অন্তরের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছেন. যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ الأنعام١٥٥

অর্থাৎ, "এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো. যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও". (সূরা আনআমঃ ১৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾

النحل ٨٩

অর্থাৎ, "আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ". (সূরা নাহলঃ ৮৯)

চতুর্থতঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান

রাসূলগণের প্রতি সমষ্টিগতভাবে ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব. তাই আমাদেরকে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদদানকারী, সতর্ককারী এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে বহু রাসূল পাঠিয়েছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ﴾ النحل٣٦

অর্থাৎ, "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি. আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী করো এবং তাগুতের বান্দেগী হতে দূরে থাকো".(সূরা নাহলঃ ৩৬) যারা তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা সুফল লাভে ধন্য হবে. আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হবে. আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেক নবীদের দাওয়াত একই ছিলো. তা ছিলো, আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত এবং তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য মনে করার আহ্বান. শরীয়ত ও বিধি-বিধানে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো. আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন. তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম). যেমন পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾. [الإسراء:٥٥].

অর্থাৎ, "আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি." (১৭ঃ ৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾. [الأحزاب:٤٠].

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী." (সূরা আহযাবঃ ৪০) নবীদের মধ্যে যাঁদের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন অথবা যাঁদের নাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, বিশদভাবে ও নির্দিষ্টভাবে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে. যেমন, হযরত নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম ইত্যাদি. তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক.

পঞ্চমতঃ পরকালের উপর ঈমান

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূল যে সব সংবাদ দিয়েছেন, যা মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে, যেমন, কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব, নিয়ামত, রোজ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও প্রচন্ডতা, পুলসেরাত, মীযান প্রতিষ্ঠা, হিসাব-নিকাশ, প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে আমলনামা বিতরণ, কারো ডান হাতে, কারো বাম হাতে বা পিছন দিক থেকে তা গ্রহণ এ সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভুক্ত. অনুরূপ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত 'হাওযে কাওসার'-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সুন্নাতে বর্ণিত যে, প্রত্যেক নবীর জন্য 'হওযে কাওসার'

হবে. জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস, জান্নাতীদের আল্লাহ পাকের দর্শন ও কথোপকথন ইত্যাদি সহ অন্যান্য যে সব ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাও উক্ত বিশ্বাসের আওতাভুক্ত বিষয়. আর এ সবের প্রতি ঈমান আনতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায়.

ষষ্টতঃ ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা বলতে নিম্নের ৪টি বিষয়ের উপর ঈমান আনা বুঝায়. যেমন,

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অতীতে যা কিছু ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে এ সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত. বান্দাদের অবস্থা, তাদের রিজিক, মৃত্যুক্ষণ, দৈনন্দিন কার্য-কর্ম সহ যাবতীয় ব্যাপারে তিনি সম্যকভাবে অবগত আছেন. তাঁর নিকট এ সবের কোন কিছুই গুপ্ত নয়. যেমন তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ التوبة ١١٥

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত". (সূরা তাওবাঃ ১১৫)

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ পাক যা কিছু নির্ধারণ ও ফায়সালা করেছেন, সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে. যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنَ ﴾ يس ١٢

অর্থাৎ, "আর আমি প্রত্যেকটি বস্তু একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি". (সূরা ইয়াসীনঃ ১২)

তৃতীয়তঃ আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছার উপর বিশ্বাস করা. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই বাস্তবায়িত হয়. আর যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না. তিনি বলেন,

﴿ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ آل عمران ٤٠

অর্থাৎ, "এ ভাবেই আল্লাহ যা চান, তা সম্পাদন করেন". (সূরা আলে-ইমরানঃ ৪০)

চতুর্থতঃ এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ঘটার পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصَّفات:٩٦

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছো সবাইকে সৃষ্টি করেছেন." (সূরা সাফ্ফাতঃ ৯৬)

শির্ক ও তার প্রকার

শির্ক হলো বান্দার আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে অথবা তাঁর উলূহিয়্যাতে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে শরীক স্থির করা. এই শির্ক দু'প্রকারের যথা, বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক.

প্রথমতঃ বড় শির্কঃ বড় শির্ক হলো ইবাদতের কোন কিছুকে গাইরুল্লাহর নামে সম্পাদন করা. এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে. অনুরূপ এই শির্ক কর্মসমূহকেও নষ্ট করে দেবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. [الأنعام:٨٨].

অর্থাৎ, "যদি তারা শির্ক করে, তাবে তাদের কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে যাবে." (সূরা আনআমঃ ৮৮) বড় শির্ক থেকে নিষ্ঠার সাথে তাওবা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না. তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾. [النساء:٤٨].

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে. তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন. আর যে লোক আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করলো, সে যেন অপবাদ আরোপ করলো." (সূরা নিসাঃ ৪৮) আর বড় শির্কের প্রকার- সমূহের মধ্যে হলো, গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা অথবা গাইরুল্লাহর জন্য মানত করা কিংবা গাইরুল্লাহর নামে জবাই করা বা অন্যান্যদের আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত ক'রে তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করা, যেমন আল্লাহর প্রতি করে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾ البقرة:١٦٥

অর্থাৎ, "আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে." (সূরা বাক্বরাঃ ১৬৫)

দ্বিতীয়তঃ ছোট শির্কঃ ছোট শির্ক হলো কুরআন ও হাদীসে যাকে শির্ক নামে আখ্যায়িত করেছে. তবে তা বড় শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়. এই প্রকারের শির্ক মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না. কিন্তু তা

তাওহীদে কমতি আনে. যেমন স্বল্প পরিমাণ 'রিয়া' (লোক দেখানো কোন কাজ) অথবা যা বড় শির্কের মাধ্যম হয়, কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছে না. যেমন কবরের নিকট নামায পড়া এবং এই বিশ্বাস নিয়ে গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপকার ও অপকার করতে পারে না ও বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক চাইতো ইত্যাদি. কেননা, (রিয়া যে ছোট শির্ক তার দলীল) রাসূল ﷺ বলেন,

((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ))، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: ((الرِّيَاءُ))

رواه أحمد وإسناده جيد

অর্থাৎ, "তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের সব থেকে বেশী আশঙ্কা করি তা হলো ছোট শির্ক. আর এই ছোট শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হলো, 'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ)." (ইমাম আহমদ হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন.) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেন,

((مَنْ حَلَفَ بِشَيءٍ دُوْنَ الله فَقَد أَشْرَكَ)) رواه أحمد وإسناده صحيح

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ গ্রহণ করলো, সে শির্ক করলো." (হাদীসটি ইমাম আহমদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন.) আর ছোট শির্কেরই পর্যায়ভুক্ত কার্যকলাপ হলো, রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূরীকরণের জন্য বা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ, মাদুলি এবং বালা ও সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা. কিন্তু যদি এগুলো এই বিশ্বাস নিয়ে ব্যবহার করে যে, এগুলোই উপকার ও অপকার করতে পারে, এগুলো কেবল মাধ্যমই নয়, তাহলে তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে.

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সংক্ষিপ্ত আক্বীদা/বিশ্বাস

আহলে সুন্নাহর যে আক্বীদা সেই আক্বীদাই হলো 'ফিরক্বা নাজীয়া' তথা মুক্তিপ্রাপ্তদলের. আর তা হলো, সত্যবাদী মু'মিন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও উপাস্য. তিনিই একমাত্র পূর্ণতার অধিকারী. ফলে সে নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করে. আর সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, আহারদাতা, দিলে তিনিই দেবেন আর না দিলেও তিনিই এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ-কারী ও পরিচালক. তিনিই সত্যিকার উপাস্য. তিনিই আদি তাঁর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না. তিনিই অন্ত তাঁর পর কোন কিছুই থাকবে না. তিনি প্রকাশমান তাঁর উপরে কিছুই নেই. তিনি অপ্রকাশ্য তাঁর কাছে অপ্রকাশ কিছু নেই. তিনি সব অর্থে ও সব দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ও সবার ঊর্ধ্বে. তাঁর সত্তা সবার ঊর্ধ্বে, তাঁর মর্যাদাও সবার ঊর্ধ্বে এবং তাঁর পরাক্রশালিতা সবার উপরে. তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত. আর তাঁর (আরশে) অধিষ্ঠিত হওয়া ঐরূপ, যেরূপ হওয়া তাঁর মহান ও গৌরবময় সত্তার জন্য সামঞ্জস্য পূর্ণ. আর তিনি ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে. তিনি তাঁর জ্ঞানের দ্বারা বান্দাদের সাথে থাকেন. তাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত. তিনি অতি নিকটই থাকেন এবং কুবল করেন. তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী. কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি সব সময় নিজেদের অস্তিত্ব এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংঘটনের ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী. কেউ নিমেষের জন্যও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না. তিনি করুণাময় অত্যন্ত মেহেরবান. বান্দারা দুনিয়া ও আখেরাতের যে নিয়ামতই লাভ করেছে, তা সবই

তাঁর পক্ষ হতে. তিনি কল্যাণ প্রদানকারী এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষাকারী.

এও তাঁর রহমতেরই অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটের আসমানে অবতরণ ক'রে বলেন, "কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দান করবো. কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো." এই অবস্থা ফজর পর্যন্ত থাকে. আর আল্লাহ ঐভাবেই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর গৌরবময় সত্ত্বার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ. তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে, স্বীয় আইনপ্রণয়ন ও (সব কিছু) নির্ধারণ করার ব্যাপারে পূর্ণ কৌশলের অধিকারী.কোন জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন নি. যত আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন সবই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে. তিনি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল. তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁদের অনেক পাপ মাফ করে দেন. যারা তাওবা করে, ক্ষমা চায় এবং তাঁরই অভিমুখী হয়, তাদের বড় বড় পাপও তিনি মাফ করে দেন. তিনি এমন গুণগ্রাহী যে, স্বল্প আমল গ্রহণ করেন এবং উহার নেকী ও প্রতিদান দেন অনেক বেশী. আবার কৃতজ্ঞজনদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে বেশী করে দান করেন.

প্রকৃত মু'মিন আল্লাহকে তাঁর সত্তাগত গুণে ঐভাবেই গুণান্বিত করে, যেভাবে তিনি নিজেকে এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে গুণান্বিত করেছেন. যেমন, তাঁর পরিপূর্ণ জীবন. তাঁর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি. তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, মাহাত্ম্যের ও বড়ত্বের অধিকারী হওয়া. তাঁর প্রতাপ, গৌরব, সৌন্দর্য এবং পূর্ণতা ও সর্ববিধ প্রশংসা.

কুরআনে উল্লিখিত এবং অব্যাহত ধারায় হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে সে (মু'মিন) এ কথাও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনরা জান্নাতে তাদের মহান প্রতিপালককে প্রকাশ্যে দেখবে. আর তাঁর দর্শন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের এই নিয়ামত হবে জান্নাতের অতীব মহান নিয়ামত এবং সর্বাধিক তৃপ্তিকর জিনিস. আর বিশ্বাস করে যে, তাওহীদ ছাড়াই যে মারা যাবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে. আর মু'মিনদের মধ্যে কাবীরা (বড়) গুনাহ সম্পাদনকারীরা যদি তাওবা না করেই মারা যায়, আর কোন কাফ্ফারার দ্বারা তাদের পাপ মোচন যদি না হয় ও কোন সুপারিশও যদি লাভ করতে না পারে, তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ী হবে না. এমন কি যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা কেউ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, বরং সেখান থেকে বের হবে. আর ঈমান হার্দিক বিশ্বাস, কথা ও কাজ এবং শারিরীক কর্মসমূহ ও জবানের স্বীকৃতি সব কিছুকেই শামিল করে থাকে. যে এগুলোর পূর্ণ রূপ দান করবে, সে-ই হবে সত্যিকারের মু'মিন এবং সে-ই পুণ্য লাভের যোগ্য হবে ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে. পক্ষান্তরে যার মধ্যে এগুলোর কোন কিছুর ঘাটতি থাকবে, সেই ঘাটতির পরিমাণ অনুপাতে তার ঈমানও কমে যাবে. এই জন্যই বলা হয় যে, ঈমান আনুগত্য ও পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যায় ও পাপের দ্বারা হ্রাস পায়.

মু'মিন এও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল. তিনি তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন. যেন তিনি এ দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন. তিনি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক

প্রিয়. তিনি নবীদের শেষ. তিনি মানুষ ও জ্বিনদের প্রতি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং দীপ্যমান প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন. আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সহ প্রেরণ করেছিলেন. যাতে করে সৃষ্টিকুল কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁর প্রদত্ত রুজি দ্বারা ইবাদত সম্পাদনে সাহায্য গ্রহণ করে. অনুরূপ সে (মু'মিন) বিশ্বাস করে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, সব থেকে বেশী সত্যবাদী, সবার চেয়ে বেশী নসীহতকারী এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষণ দানকারী. তাই সে তাঁর সম্মান করে, তাঁকে ভালবাসে, তাঁর ভালবাসাকে সকল সৃষ্টির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেয়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে ও শাখা-প্রশাখায় তাঁরই অনুসরণ করে এবং তাঁর উক্তি ও মতাদর্শকে অন্য সকলের উক্তি ও মতাদর্শের উপর প্রাধান্য দেয়.

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে) এমন অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দান করেন নি. তিনি ছিলেন সৃষ্টি মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান, মহান প্রতিপত্তি এবং সকল বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতার অধিকারী. এমন কোন কল্যাণ নেই যার প্রতি উম্মতকে দিকনির্দেশ করেন নি এবং এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে উম্মতদের সতর্ক করেন নি. অনুরূপ মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল গ্রন্থসমূহকে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত তার জানা-অজানা সকল রাসূলগণকে বিশ্বাস করে. ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করে না. তাঁদের সকলের কথা ছিলো একই. আর তা হলো, কেবল সেই আল্লাহরই ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই. আর সর্বপ্রকার ভাগ্যের প্রতিও

বিশ্বাস স্থাপন করে. মনে করে যে, বান্দার সমূহ কর্ম, ভাল হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত. তাঁর কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ. তাঁর ইচ্ছার দ্বারা কার্যকর এবং তাঁর কৌশলের সাথে সম্পর্কিত. তিনি তাঁর বান্দার (করা ও না করার) সামর্থ্য ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন. তাদের যাবতীয় কথা ও কাজ এই ইচ্ছা অনুপাতেই সংঘটিত হয়. কোন কিছু করার উপর তিনি তাদের বাধ্য করেন নি. বরং তিনি (করা ও না করার) তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন. তিনি তাঁর সুবিচার ও কৌশলের ভিত্তিতে মু'মিনদেরকে এই বিশেষত্ব দান করছেন যে, তাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন. আর কুফ্‌রী, পাপাচার এবং অবাধ্যতার প্রতি তাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন.

এও (দ্বীনের) মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে, মু'মিন আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য ও সর্ব সাধারণের জন্য হিতাকাংক্ষা রাখবে. ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে. কেননা, শরীয়ত কর্তৃক এগুলো ফরয কাজ. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতি গুরুত্ব দেবে. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং যার তার উপর অধিকার আছে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে. সকল সৃষ্টির প্রতিও অনুগ্রহ করবে. সুন্দর ও উত্তম নৈতিকতার দাওয়াত দেবে এবং মন্দ ও নোংরা চরিত্রের ব্যাপারে নিষেধ দান করবে. মু'মিন এও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়ের দিক দিয়ে সেই পরিপূর্ণ, যার আমল ও আখলাক তাদের সবার চেয়ে সুন্দর. কথার দিক দিয়ে যে বেশী সত্যবাদী. যে সবার থেকে বেশী কল্যাণ ও

অনুগ্রহশীল এবং যে প্রত্যেক নোংরামী থেকে সবার চেয়ে দূরে থাকে. অনুরূপ সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে. জেহাদ হলো দ্বীনের সর্বোচ্চ শাখা. এই জেহাদ জ্ঞানের দ্বারাও হয় আবার অস্ত্রের দ্বারাও. এই জেহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয. তারা প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে স্বীয় দ্বীনের রক্ষার্থে জেহাদ করবে. জেহাদ করার জন্য প্রত্যেক শাসকের সাথ দেবে, তাতে সে সৎ হোক বা অসৎ. তবে এই জেহাদ তার শর্তাবলী ও যথার্থ কারণসমূহের ভিত্তিতে হবে.

(দ্বীনের) আরো মৌলিক বিষয় হলো, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে উৎসাহ দান করা এবং গুরুত্ব সহকারে তার যত্ন নেওয়া. তাদের হার্দিক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করার ও পরস্পরকে জোড়ার চেষ্টা করা. বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা এবং (পরস্পর) বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে সতর্ক করা. আর যেসব উপায়-উপকরণ দ্বারা এ কাজ সমাধা হওয়া সম্ভব, সেই সব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগানো. অনুরূপ সৃষ্টিকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা, তার জান, মাল সম্ভ্রম এবং প্রত্যেক অধিকারের ব্যাপারে কষ্ট দিতেও বাধা প্রদান করা. প্রত্যেক ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের সকলের সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া.

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, উম্মতের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদ ﷺ. এদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণ, বদর যুদ্ধে ও 'বায়আ'তে রিযওয়ান'এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ এবং (ঈমান আনয়নে) যেসব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ অগ্রবর্তী ও প্রথম ছিলেন, সেই সব সাহাবীগণ. কাজেই সে

সাহাবী (রাযীআল্লাহু আনহুম)দের ভালবাসে. এই ভালবাসাকে আল্লাহর দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে. তাঁদের ভাল দিকগুলো প্রচার করে এবং তাঁদের মন্দের ব্যাপারে যা কথিত, তা থেকে নীরবতা অবলম্বন করে. অনুরূপ হেদায়াত প্রাপ্ত আলেম, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং যাঁদের দ্বীনে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও মুসলিমদের উপর যাঁদের রয়েছে বহু অনুগ্রহ, তাঁদের সম্মান করাকে সে আল্লাহর দ্বীনেরই আওতাভুক্ত মনে করে. সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাঁদের রক্ষা করেন সংশয়, শির্ক, মুনাফেকী, (পারস্পরিক) বিরোধ এবং মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাঁদেরকে তাঁদের নবীর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন.

এই হলো (দ্বীনের) সার্বিক মৌলিক বিষয়সমূহ যা বিশ্বাস করেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অনুসারীরা এবং দাওয়াত দেন এরই প্রতি.

সূচীপত্র

৩	তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ
৭	তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ কাকে বলে
৫	তাওহীদে উলুহিয়্যাহ কাকে বলে
৭	তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত কাকে বলে
৭	আল্লাহর সুন্দর নামের কিছু দৃষ্টান্ত
৯	'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর অর্থ
১০	'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-র মাহাত্ম্য
১০	তাওহীদবাদী জাহান্নামীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না
১২	'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র শর্তাবলী
১৯	'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'র অর্থ
২০	ঈমানের রূকনসমূহ
২২	আল্লাহর প্রতি ঈমান
২৯	ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা
৩০	কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা
৩১	রাসূলগণের প্রতি ঈমান
৩২	পরকালের উপর ঈমান
৩৩	ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস
৩৪	শির্ক ও তার প্রকার
৩৭	মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সংক্ষিপ্ত আক্বীদা/বিশ্বাস